চাকুরী নিয়ে বিদেশে যাওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি

১. মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি
২. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা
৩. গন্তব্য দেশসমূহ (যে দেশে যাবেন সে দেশ) সম্পর্কে তথ্য নেওয়া
৪. সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সি এবং নিয়োগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই
৫. ব্যক্তিগত সম্মতি
৬. অনিয়মিত অভিবাসন সংক্রান্ত সতর্কতা।

বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে সব বিষয় জানতে হবে :

- কাজের নাম, ধরণ ও কোম্পানীর নাম,
- কর্মস্থালের কর্ম পরিবেশ, বেতন-ভাতা, প্রতিদিনের শ্রমঘন্টা;
- কাজের ভিসা (স্টুডেন্ট, ভিজিট বা টুরিস্ট ভিসা ব্যতীত);
- বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্টের নাম ও ঠিকানা, আরএল নম্বর, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি;
- ফ্রি ভিসার নামে বিদেশে কাজ নিয়ে কোন কাজের কোন নিশ্চিতা থাকে না;
- কাজের চুক্তি পত্র।

দক্ষ হয়ে বিদেশ যাওয়ার জন্য করণীয় :

- টিটিসি থেকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ;
- হাতে কলমে শিক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন
- অন্যান্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ;
- বিদেশ গমনেচ্ছুক কর্মীদের ডাটাবেইজে অন্তর্ভূক্ত হওয়া;
- দালাল/মধ্যস্বত্বভোগীদের পরিবর্তে সরাসরি এজেন্টের সাথে যোগাযোগ;
- সরকারি নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান না করা;
- যে দেশে যাচ্ছেন ঐ দেশের ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা;
- নিজের ও পরিবারের নামে আলাদা ব্যাংক একাউন্ট করা।

বিদেশ চাকুরী পেতে করণীয় :

- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে নাম নিবন্ধন করা;
- Passport করা;
- Visa পাওয়া;
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে বায়োমেট্রিক ফিঙ্গার প্রিন্ট দেয়া;
- স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা;
- Pre-departure Training
- বহির্গমন ছাড়পত্র/Smart Card;
- ৩০০ (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে রিক্রুটিং এজেন্ট ও কর্মীর অঙ্গীকারনামা থাকা;
- নগদ অর্থ দেয়ার পরিবর্তে বৈধ চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ;
- জেলায় অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে বিদেশগামী কর্মীর একাউন্ট থাকা।

CamScanner